'ক' সেট

নমুনা উত্তর

এসএসসি-২০১৮

বিষয় ঃ হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (সৃজনশীল)

(২০১৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী)

বিষয় কোড ঃ ১১২

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

*	প্রতিটি প্রশ্নের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। পরীক্ষার্থীর উত্তর হুবহু এ নমুনা উত্তরের মত চাওয়া প্রত্যাশিত নয়। পরীক্ষার্থীর উত্তর এ নমুনা উত্তরের চেয়ে ভালো, সমমানের বা খারাপ হতে পারে।	
*	প্রদত্ত নমুনা উত্তরের কোন বিকল্প সঠিক উত্তরও থাকতে পারে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারীকে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিকল্প উত্তর বিবেচনায় এনে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
*	উত্তর লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও উপস্থাপন কৌশল প্রদত্ত নমুনা উত্তর থেকে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।	
*	পরীক্ষার্থীর দক্ষতাস্তরের উপর ভিত্তি করে নম্বর প্রদান করতে হবে। পরীক্ষার্থী প্রত্যাশিত দক্ষতাস্তর অনুযায়ী লিখতে পারলে ঐ দক্ষতাস্তরের জন্য বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর পাবে। সেজন্য $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) নম্বর দেওয়া যাবে না।	

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/ক	১	পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	পূজা শব্দের অর্থ সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে

১নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/খ	২	একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি - কথাটির অনুবাদসহ ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি - কথাটির অনুবাদ লিখতে পারলে ।
	০	একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি - কথাটির অনুবাদ সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

"একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" কথাটির অর্থ এক, অখন্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহু বর্ণনা নামে করেছেন ।। ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে । দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন । দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমাতার প্রকাশ । শুধুমাত্র বিপ্রগণ তাদের বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেছেন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/গ	৩	উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি 'লক্ষ্মীপূজা' হিসেবে চিহ্নিত করে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে ।
	২	'লক্ষ্মীপূজা' - সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	'লক্ষ্মীপূজা' -কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	'লক্ষ্মীপূজা' সম্পর্কে সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

প্রিয়াদের বাড়িতে লক্ষী পূজা করা হয় । লক্ষী ধন-সম্পদ, সৌভাগ্য এবং সৌন্দর্যের দেবী । তিনি আমাদের বিভিন্ন সম্পদ দান করে থাকেন । তিনি নারায়ণপত্নী ও কল্যাণের দেবী । পারিবারিক ও ব্যবসায়িক সচ্ছলতা থাকার জন্য রমণীরা প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা পবিত্রতার সাথে লক্ষীপূজা করে । উদ্দীপকের প্রিয়া যে প্রক্রিয়ার এ পূজা করেছিলেন তা বর্ণনা করা হলোঃ

লক্ষীপূজায় ঘন্টা বাজানো হয় না, কোন তুলসীপাতা দেওয়া হয় না কিন্ত পূজা শেষে একটি ফুল ও দুটি তুলসীপাতা দিয়ে নারায়ণকে পূজা করা হয় । পূজাপূর্বে পূজাস্থান পরিস্কার করে নিয়ে লক্ষীঘটের পাশে লক্ষীর পা আঁকা হয় এবং মনকে স্থির করে পবিত্র হয়ে পূজা করতে হয় । লক্ষীঘটে সিঁদুর দিয়ে মঙ্গলচিহ্ন আঁকতে হয়, ঘটের উপর একটি আম্রপল্লব ও তার উপর একটি কলা বা হরিতকী দিয়ে ফুল দিতে হয় । এরপর ধ্যানমন্ত্র আবাহন মন্ত্র ও প্রনাম মন্ত্র পাঠ করে ব্রতকথা পাঠ করতে হয় । আন্তরিকভাবে লক্ষীপূজা ও পূজা শেষে লক্ষীদেবীর পাঁচলী পাঠ করলে বিনা মন্ত্রেই পূজা সিদ্ধ হয় । লক্ষীদেবীর উক্ত পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করে প্রিয়াদের পরিবার লক্ষীদেবীর আশীর্বাদ পেতে ও দারিদ্রমুক্ত হতে পারবে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১/ঘ	৪	প্রদত্ত উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ করে পরিপূর্ণভাবে লিখতে পারলে ।
	৩	প্রদত্ত উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ করে আংশিকভাবে লিখতে পারলে ।
	২	পাঠ্যবইয়ের আলোকে দেব-দেবীর গুণ বা ক্ষমতার ধারণা লিখতে পারলে ।
	১	দেব-দেবীরা ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	দেব-দেবী সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন তথ্য লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

দেব-দেবীরা একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কেননা দেব-দেবীরা একজন ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী । দেব, দেবী বা দেবতা শব্দটি 'দিব' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে । স্ত্রীলিঙ্গে দেবী বলা হয় । দিব ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া । তাই বলা হয়েছে যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর, তিনি দেবতা । আর যিনি দান করেন তিনি দেবতা । আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা । ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা । তিনি নিরাকার আবার প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারন করেন । দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ । ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতার রূপকে বিশেষ আকারে প্রকাশ করেন তখন তাদের দেব দেবী বলে । যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি । দেব দেবীগণ পরিপূর্ণ ঈশ্বর না হলেও মহান ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত । কেননা তারা ঈশ্বরের এক বা একাধিক গুণ বা শক্তি ধারণ করে আছেন । উদাহরণ স্বরূপ উদ্দীপকে প্রিয়াদের পরিবার ঈশ্বরের সম্পদরূপ দেবী লক্ষীর পূজা অনুষ্ঠান করে । তবে সব নদীর জলরাশির ধারা যেমন এক সাগর মহাসাগরে গিয়ে পৌছায় দেব দেবীর আরাধনার মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের সৃষ্টিকর্তা, দয়াময়, করুণাময় ঈশ্বরেরই উপাসনা করি । পূজার মাধমে দেবতারা খুশি হন এবং আমরা দেবতাদের কৃপা লাভ করে সুখ শান্তিতে বসবাস করি । দেবতাদের পূজা করলে মূলত ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং অভিষ্ট দান করেন । সুতরাং পরিশেষে এটা স্পষ্ট যে দেব দেবীরা ভিন্ন ভিন্ন কোনো কিছু নয় বরং একই, ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তার ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/ক	১	'বিরাট পর্ব'- কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	সঠিকভাবে 'বিরাট পর্ব' - কথাটি লিখতে **না** পারলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শ্রাদ্ধ বাসরে মহাভারতের বিরাট পর্বটি পাঠ করা হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/খ	২	সঠিকভাবে পূরকপিন্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	'পূরকপিন্ড' কী তা সঠিকভাবে লিখতে পারলে ।
	০	'পূরকপিন্ড' সম্পর্কে সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে যে পিন্ড দান করা হয় তাকে পূরক পিন্ড বলা হয় । মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে মন শোকে আচ্ছন্ন হয় । ফলে আমাদের অশুচি হয় । এই সময় কঠোর সংযম পালন করে হবিষ্যান্ন ও ফল ফলাদি খেয়ে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয় । পিতামাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিন্ড দান করতে হয় । এ পিন্ডকে বলা হয় পূরকপিন্ড । পূরক পিন্ড দিতে হয় মোট দশটি । এরপর অশৌচান্তে মস্তক মুন্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করতে হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/গ	৩	উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (প্রণবের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান) পাঠ্যবইয়ের আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে ।
	২	শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	প্রথম পুত্র অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্র - কথাটি সঠিকভাবে লিখতে পারলে । **অথবা** উদ্দীপকে প্রতিফলিত দিকটি (প্রণবের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান) চিহ্নিত করতে পারলে ।
	০	শ্রাদ্ধ কিংবা শ্রাদ্ধের অধিকারী সম্পর্কে সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধের অধিকারী হলেন জ্যেষ্ঠপুত্র । প্রণব বিভিন্ন কার্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করবে । শ্রাদ্ধ হলো শ্রদ্ধার সহিত দান । কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ । অশৌচকাল উত্তীর্ণ হলে তার পরের দিন অনুষ্ঠিত হয় এ শ্রাদ্ধ । নিমিকে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের প্রবর্তক বলা হয় । এ সময় ছয়, আট, ষোল প্রভৃতি দানের বিধান আছে । যার যেমন সামর্থ্য সে তেমন দান করে থাকে । আদ্যশ্রাদ্ধে গীতা ও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠেরও বিধান আছে । । প্রণব তার বাবার মৃত্যুর পর অশৌচ পালন শেষে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে । এ অনুষ্ঠানের প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করনীয় । অতঃপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করতে হয় । এই সময় আসন ছাতা পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয় । পরে পিন্ডদান করে আদ্যএকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সমাপ্ত করা হয় । নারীরাও অশৌচ এবং চতুর্থী প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন এভাবে প্রণব তার বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
২/ঘ	৪	প্রদত্ত উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ করে পরিপূর্ণভাবে লিখতে পারলে ।
	৩	প্রদত্ত উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথার্থতা নিরূপণ করে আংশিকভাবে লিখতে পারলে ।
	২	মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধার সাথে কিছু দান করাই শ্রাদ্ধ - কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধার সাথে কিছু দান করাই শ্রাদ্ধ - কথাটি কিংবা এ তথ্য সম্বলিত অনুরূপ বাক্য লিখতে পারলে ।
	০	শ্রাদ্ধ ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

২নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

"শ্রাদ্ধের ব্যাপারে শ্রদ্ধাই মূখ্য" কেননা শ্রাদ্ধের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যেখানে শ্রাদ্ধর সংযোগ নেই সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না । 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অন' প্রত্যয় যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত । শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ । কোনো ব্যাক্তির মৃত্যুর পর প্রথম যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলা হয় । একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় বলে একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলা হয় । ধর্মীয় পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব যথেষ্ট । কেউ মারা গেলে পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একীভূত হন । এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয় । সকলেই সমব্যথী হয়, পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনের মিলনের ফলে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয় । উদ্দীপকে প্রণব তার বাবার মৃত্যুফলে শোকাতুর অশুচি হয়ে পড়ে । তাই সে অশৌচ পালন করে তার বাবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে । শ্রাদ্ধের মূলকথা হলো শ্রদ্ধার সাথে দান, এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের বহু নিয়ম রীতি রয়েছে, রয়েছে আনুষ্ঠানিকতার বিচিত্রতা । এছাড়া শ্রাদ্ধে বিভিন্ন সংখ্যায় দান করাও হয় । সব কিছুর মূলে রয়েছে তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন । এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রণবসহ তার পরিবার তার মৃত বাবার আত্মার স্বর্গবাসী হওয়ার প্রার্থনা জানান । তার আত্মা যেন পরলোকে শান্তি পান, সেই কামনাও তারা করেন এর মাধ্যমে সে তার বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, যা না হলে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান অসম্পূর্ন থেকে যায় । সুতরাং শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা হলো মুখ্য বিষয়, যা ছাড়া শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/ক	১	৪৮ (আটচল্লিশ) দিন কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	৪৮ (আটচল্লিশ) দিন কথাটি লিখতে **না** পারলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৩নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

রন্তিবর্মা ৪৮ দিন অনাহারে ছিলেন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/খ	২	অযাচক বৃত্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	অযাচক বৃত্তি কী তা সঠিকভাবে লিখতে পারলে ।
	০	অযাচক বৃত্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

৩নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

অযাচক বৃত্তি হলো কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবেনা । লোক ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে তা দিয়েই দিনযাপন করতে হবে ।

রন্তিবর্মা নামে প্রজাবৎসল কৃষ্ণ ভক্ত এক রাজা এই অযাচক বৃত্তি পালন করেছিলেন । তিনি পার্থিব বিষয়ের অনাসক্ত থেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন । শ্রীকৃষ্ণের কাছে সবকিছু সমর্পন করে তিনি এ অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন । এ সময় তাকে কেউ কিছু দেয়নি, কেউ কোন খাবার দান করেনি । তিনিও কিছু চাননি । এ ভাবেই এই অযাচক বৃত্তি পালন করতে হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/গ	৩	শিলারানির মধ্যে প্রতিফলিত রন্তিবর্মার মানবতা/ মানবিকতা গুণটি চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে লিখতে পারলে ।
	২	মানবতা/ মানবিকতা গুণটি চিহ্নিত করে পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	মানবতা/ মানবিকতা গুণটি চিহ্নিত করতে পারলে ।
	০	মানবতা/ মানবিকতা গুণটি চিহ্নিত করতে **না** পারলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৩নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শিলারাণীর মধ্যে রন্তিবর্মার মানবতার গুণের প্রকাশ পাওয়া যায় ।

প্রজাবৎসল কৃষ্ণভক্ত রাজা রন্তিবর্মা আটচল্লিশ দিন কঠিন অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেও যে মানবিকতা দেখিয়েছেন তা ইতিহাসে বিরল । উনপঞ্চাশতম দিনে এক ভক্ত তাকে কিছু খাবার দিয়ে যায় । কিন্তু তখনই তার সামনে উপস্থিত হয় একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও একটি কুকুর । তারা রাজা রন্তিবর্মার কাছে কিছু খেতে চায় । তখন রাজা নিজেনা খেয়ে তার সম্পূর্ণ খাবার ঐ ভিক্ষুক এবং কুকুরটিকে দিয়ে দেন । এভাবেই রন্তিবর্মার মানবতা প্রকাশিত হয় ।

উদ্দীপকের শীলারানীও একজন ধর্মপরায়না রমনী । তিনি ভিক্ষুকদের কখনো শূন্য হাতে ফেরান না । ক্ষুধার্ত অভাবতাড়িত মানুষ দেখলেই তার মন-প্রাণ কেঁদে ওঠে । এভাবেই প্রজাবৎসল কৃষ্ণভক্ত রাজা রন্তিবর্মার মতো শিলারাণীও মানবিক মূল্যবোধের গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটান ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৩/ঘ	৪	প্রদত্ত উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে লিখতে পারলে ।
	৩	প্রদত্ত উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে আংশিকভাবে মূল্যায়ন করে লিখতে পারলে ।
	২	পাঠ্যবইয়ের আলোকে নীতি শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	নীতি শিক্ষা কী লিখতে পারলে ।
	০	নীতি শিক্ষা সম্পর্কে সঠিকভাবে লিখতে **না** পারলে কিংবা অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

৩নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নৈতিক শিক্ষা ধর্ম শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ । নীতিশিক্ষা না হলে প্রকৃত ধার্মিক হয়ে ওঠা যায় না ।

ধর্মসম্মত জীবনযাপনের মাধ্যেমেই নীতিশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয় । নীতিশিক্ষা অর্থ হলো কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা মন্দ কাজ তা উপলব্ধি করে ভালো কাজ করায় উদ্বুদ্ধ হওয়া । যিনি ধার্মিক, তার আচরণের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ পায় । নীতি শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ।

উদ্দীপককে শিলারানীর মাঝে দেখা গেছে মানবতার প্রকাশ । এ গুণটি রাজা রন্তিবর্মার মাঝেও প্রকাশিত । মানবতা একটি নৈতিকগুণ । এটি ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মানবতার মাধ্যমে মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে । সমাজে অনেক মানুষ রয়েছেন যারা অন্য মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে মানবতার পরিচয় রেখে গেছেন ।

নীতিশিক্ষা সামগ্রিকভাবে আমাদের আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলে । আর নীতি বা নৈতিকতা শিক্ষা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে জানতে হবে । এ প্রত্যয় দুটির একটি আর একটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । ধর্ম ও নীতি এ দুইয়ের সংমিশ্রণেই মানুষ শান্তিতে, সমৃদ্ধিতে জীবন যাপন করতে পারে । একটি ছাড়া অপরটির পূর্ণতা সম্ভব নয় । এজন্যই বলা হয়েছে - 'নীতিশিক্ষা ধর্ম শিক্ষার অঙ্গ' ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪/ক	১	বিবাহ শব্দটি লিখতে পারলে ।
	০	বিবাহ শব্দটি লিখতে না পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

৪নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪/খ	২	উপনয়নের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	উপনয়ন কী লিখতে পারলে ।
	০	উপনয়ন কী লিখতে **না** পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

৪নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উপনয়ন দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্যতম একটি সংস্কার । উপনয়ন একটি হিন্দু শাস্ত্রানুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বালকেরা ব্রাহ্মন্য সংস্কারে দীক্ষিত হয় । হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, উপনয়ন হিন্দু বালকদের শিক্ষারম্ভকালীন একটি অনুষ্ঠান ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪/গ	৩	উদ্দীপকের অনুষ্ঠানটিকে সমাবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সমাবর্তন সংস্কারের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সমাবর্তন সংস্কারটি লিখতে পারলে ।
	০	সমাবর্তন কী **না** লিখলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে

৪নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনিক গুরু গৃহ থেকে ফিরে আসে। পাঠ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক মহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন। জীবনকে, বিশেষত শিক্ষা জীবনের পরবর্তীতে সময়ে, সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষক মহাশয় বা গুরুর উপদেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উপদেশগুলো শিক্ষা জীবনের পরবর্তী জীবনে বিশেষত: পারিবারিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৪/ঘ	৪	সংসারধর্ম কী এবং সংসার ধর্ম পালনের ধারনা ব্যাখ্যাপূর্বক মানব জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশে ধর্ম পালনের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করতে পারলে।
	৩	বিবাহ/সংসার ধর্ম পালনের মাধ্যমে মানব জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর আংশিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারলে।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিবাহ বা সংসার ধর্ম পালনের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে
	১	বিবাহ বা সংসার ধর্ম কী লিখলে।
	০	বিবাহ/সংসার ধর্ম **না** লিখলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে।

৪নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহের সংস্কারটি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিবাহের মাধ্যমে সংসার ধর্ম পালন করা যায়। সংসার ধর্ম হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। স্ত্রী হচ্ছেন পুরুষের সহধর্মিনী। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না। সংসার ধর্ম পালনের মাধ্যমে পুরুষ সন্তানের জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। সংসার ধর্মের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার। যাকে কেন্দ্র করে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ। সুতরাং মানব জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশে সংসার ধর্ম পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/ক	১	বিভীষন কথাটি লিখতে পারলে।
	০	বিভীষন শব্দটি **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে।

৫নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

তরনী সেনের পিতার নাম বিভীষন।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/খ	২	পাঠ্যবইয়ের আলোকে সৎসাহসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
	১	অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন লিখতে পারলে।
	০	সঠিক উত্তর **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে।

৫নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস।

নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তিধারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকেই বলে 'সৎ সাহস'। যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিৎ। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অথ্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহস প্রয়োজন। এছাড়াও পরিবার, সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য সৎসাহসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/গ	৩	উত্তমের কৃতকর্মটিকে সৎসাহস হিসেবে চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সৎসাহসের ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	উত্তমের কৃত কর্মটিকে সৎসাহস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে ।
	০	সৎসাহস **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৫নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

উত্তমের কৃতকর্ম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আমি আমার জীবনে কাজে লাগাতে পারি ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, উত্তম কলেজ থেকে ফেরার পথে দেখতে পেল একজন ছিনতাইকারী এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে । তা দেখে উত্তম ছিনতাইকারীকে তাড়া করে ধরতে গেলে ছিনতাইকারীর আঘাতে তার কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল । কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মহিলার ব্যাগ উদ্ধার করল ।

উত্তমের কৃতকর্মের সৎ সাহসের প্রকাশ পাওয়া যায় । আমি আমার জীবনে সৎ সাহসকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধন করতে পারি । দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীরকে প্রতিহত করার জন্য আমি সৎ সাহস কাজে লাগাব । কাপুরুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর । তারা সমাজের বোঝা । তাই আমি উত্তমের মতো সৎ সাহসী হব এবং সমাজের, দেশের বা জাতির যে কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করব না ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৫/ঘ	৪	উত্তমের কৃতকর্মটিকে পাঠ্য বইয়ের তরনী সেনের সৎসাহসের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	উত্তমের কৃত কর্মটি সৎসাহস হিসেবে চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সৎসাহসের ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	উত্তমের কৃত কর্মটিকে সৎসাহস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলে ।
	০	সৎসাহস **না** লিখলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৫নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

"উত্তমের সৎসাহস যেন তরনীসেনের সৎ সাহসেরই প্রতিরূপ" – উক্তিটি যথার্থ ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, উত্তম কলেজে যাবার সময় দেখতে পেল একজন ছিনতাইকারী এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে । তা দেখে উত্তম ছিনতাইকারীকে তাড়া করে ধরতে গেলে ছিনতাইকারীর আঘাতে তার কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল । কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মহিলার ব্যাগ উদ্ধার করল ।

তরনীসেন একজন সৎসাহসী । তরনীসেনের কাছে যখন খবর যায় যে, যুদ্ধে রাক্ষসবাহিনী ও বীররা পরাজিত হয়েছে তখন সে সৎ সাহসের সাথে রথ নিয়ে যুদ্ধে নামল । তরনীর বান অনেক বানর সৈন্যদের আঘাত করল । তা দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হলেন । দ্বাদশবর্ষীয় বালক রাম নাম উচ্চারণ করে এখাবে যুদ্ধ করছে দেখে রাম খুশি হলেন । কিন্তু বিভীষনের ভুল পরিচয়ে রাম বালক তরনীসেনকে হত্যা করলেও তার সৎসাহস দেখে রাম মুগ্ধ হলেন । রাজ্যের জন্য তরনীসেন নিজের দেহত্যাগ করল ।

তাই বলা যায়, উত্তমের সৎসাহস তরনীসেনের সৎসাহসেরই প্রতিরূপ ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬/ক	১	"সর্ব বৃহৎ" শব্দটি লিখতে পারলে ।
	০	"সর্ব বৃহৎ" **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৬নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ব্রহ্মা শব্দের অর্থ সর্ববৃহৎ 'বৃহত্বাৎ' ব্রহ্মা

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬/খ	২	জীবদেহে পরমাত্মা রূপে আত্মার অবস্থান সম্পর্কিত ব্যাখ্যা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	'পরমাত্মা' কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	'পরমাত্মা' কথাটি **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৬নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ব্রহ্মা আমাদের দেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন । তিনি জীবদেহে অবস্থান করে জীবকে পরিচালনা করেন ।

ব্রহ্মা নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান । ব্রহ্মা সর্বব্যাপী বলে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না । আমরা জানি, ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা হয় । তিনি সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করে প্রতিটি জীবকে পরিচালনা করে । আত্মাই ব্রহ্মা । আত্মা যখন নিজের মধ্যে অবস্থান করে তখন তাকে পরমাত্মা বলে । ব্রহ্মা বা পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬/গ	৩	সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভূমিকা উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	ঈশ্বরের সর্বশক্তিমান ও একমাত্র নিয়ন্ত্রক ভূমিকার ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	সর্বশক্তিমান ও একমাত্র নিয়ন্ত্রক লিখতে পারলে ।
	০	সর্বশক্তিমান ও একমাত্র নিয়ন্ত্রক **না** লিখতে পারলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৬নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

অর্পিতার প্রশ্নের উত্তরে পারমিতা সর্বশক্তিমান হিসেবে স্রষ্টার ভূমিকার কথা বলে ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অর্পিতা ও পারমিতা আলোচনার এক পর্যায়ে অর্পিতা পারমিতাকে প্রশ্ন করে, আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? পারমিতা অর্পিতাকে বলে, আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সর্বদা আমাদের মধ্যে বিরাজ করেন । বিশ্বজগতের সব কিছুর তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক ।

মহান ঈশ্বর একজন কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রক, একজন অসীম ক্ষমতাধর পরমপুরুষ । তাঁর রয়েছে, অসংখ্য মস্তক, অনন্ত চক্ষু, অগণিত চরন । তিনি সমগ্র বিশ্বে সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত । লক্ষ কোটি গ্রহ, উপগ্রহ এ মহাকাশে নির্দিষ্ট গতিপথে আবর্তিত হচ্ছে তারই ইচ্ছায় । জীব ও জড় সবকিছুই একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ । এক ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মান্ডকে বিস্ময়কর শৃঙ্খলার মাধ্যমে পরিচালিত করেছেন । তাই তিনি সর্বশক্তিমান ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৬/ঘ	৪	জীবের মধ্যে স্রষ্টার আত্মারূপে অবস্থান পারমিতার উক্তিটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	জীবের মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান আত্মারূপে চিহ্নিত করতে পারলে ।
	২	জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান লিখলে ।
	০	আত্মারূপে ঈশ্বরের অবস্থান **না** না লিখলে ।

৬নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

অর্পিতা পারমিতাকে প্রশ্ন করে, আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? পারমিতা উত্তরে জীবের মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে বলে, আমাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি সর্বদা আমাদের মধ্যে বিরাজ করেন ।

ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা । তিনি সর্বশক্তিমান, অজ, অনাদি, অনন্ত এবং শাশ্বত । তিনি স্থিতি সৃষ্টি ও লয়কারী । ঈশ্বর বা ব্রহ্মা জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন । তিনিই সকল জীবকে পরিচালনা করেন । তিনি জীবের দেহের মধ্যে নিরাকার আত্মা হিসেবে অবস্থান করেন এবং জীবকে পরিচালনা করেন । আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের মৃত্যু নেই । তার কখনও জন্ম হয় না, আর কখনও মৃত্যুও হয় না । তিনি যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তাঁকে জীবাত্মা বলে ।

তাই বলা যায়, জীবের মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে পারমিতার উক্তিটি যথার্থ ।

৭নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭/ক	১	৪টি/ চারটি লিখলে ।
	০	৪টি/ চারটি **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৭নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি/৪টি

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭/খ	২	বেদ অপৌরুষেয় কোন মানুষের সৃষ্ট নয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বেদ মানুষের সৃষ্ট নয় কথাটি লিখতে পারলে ।
	০	বেদ মানুষের সৃষ্ট নয় কথাটি **না** লিখলে/অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৭নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় ।

বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । বেদ কোনো মানুষের বা ঋষিদের সৃষ্ট নয় । বেদ ধ্যানের মাধ্যমে লব্ধ । ঈশ্বর স্বয়ং বেদ সৃষ্ট কয়েছেন । বেদ কোনো মানুষের সৃষ্ট না কিংবা লিখিত না বলে বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭/গ	৩	সমর বাবুর অধ্যয়নকৃত অংশটি অথর্ববেদের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে অথর্ববেদের ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	অথর্ববেদ লিখতে পারলে ।
	০	অথর্ববেদ **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৭নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

সমর বাবু আজ অথর্ববেদের অংশটি অধ্যয়ন করেছেন ।

সমর বাবু একজন সজ্জন ব্যক্তি । ধর্মীয় বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন । তিনি আজ বেদের এমন একটি অংশ অধ্যয়ন করেন যার মধ্যে বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে ।

বেদ চারভাগে বিভক্ত । যথা – ঋগ্বেদ, সামবেদ, যর্জুবেদ ও অথর্ববেদ । অথর্ববেদ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল । এখানে নানা প্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের উপায় স্বরূপ নানা প্রকার লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদির বর্ণনা করা হয়েছে । আয়ুর্বেদ নামে চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি উৎস এই অথর্ববেদ সংহিতা । এছাড়া গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে ও এই সংহিতায় বলা হয়েছে । বলা যায়, অথর্ববেদ থেকে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৭/ঘ	৪	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে সম্পূর্ণভাবে বেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আংশিকভাবে বেদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বেদের ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বেদ হিন্দুদের প্রধান গ্রন্থ লিখতে পারলে ।
	০	বেদ হিন্দুদের প্রধান গ্রন্থ না লিখতে পারলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৭নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

"বেদ এক অখন্ড জ্ঞান রাশি ।" এই উক্তিটি যথার্থ ।

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান । বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ । বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানতে হলে বেদই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ । বেদ একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার । বেদ পাঠ করলে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয় ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর সম্পর্কে জানতে পারি । ঈশ্বরের শক্তি, রূপ ও গুণ সম্পর্কে জানতে পারি । সামবেদ অধ্যয়ন করলে গান ও সঙ্গীত রীতি এবং সুর দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারব । যর্জুবেদে বলা হয়েছে, যজ্ঞের বিভিন্ন নিয়ম-রীতি সম্পর্কে ধারণা । এছাড়া ও বর্ষপঞ্জিকার উদ্ভাবন যর্জুবেদ থেকেই । অথর্ববেদে বলা হয়েছে বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির কথা ।

বেদ একটি অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ । এখানে মানবজাতির ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারি । প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা সবই এই বেদের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে ।

তাই বলা যায়, বেদ এক অখন্ড জ্ঞানরাশি । এটি ধর্মের মূল ।

৮নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮/ক	১	নবান্ন উৎসবের নাম লিখলে ।
	০	নবান্ন উৎসবের নাম **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৮নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

বাংলাদেশের কৃষকেরা হেমন্তকালে নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮/খ	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ধর্মাচারের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	ধর্মাচার কী লিখলে ।
	০	ধর্মাচার কী **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৮নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান ধর্মনীতির সাথে সম্পর্কিত, তাই ধর্মাচার । ধর্মাচার ধর্মীয় বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত । সংক্রান্তি, গৃহ প্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, ভাই ফোঁটা, দীপাবলি, হাতেখড়ি, নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচার ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮/গ	৩	উদ্দীপকের আলোকে যে কোন একটি নবান্ন উৎসবের বর্ণনা করলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নবান্নের ধারনা ব্যাখ্যা করলে ।
	১	নবান্ন উৎসব লিখলে ।
	০	নবান্ন/ নবান্ন উৎসব **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৮নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন উৎসব । নবান্ন = নব + অন্ন; নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত । হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তার-ই নাম নবান্ন উৎসব । এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান । এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী লক্ষ্মীর পূজা দেয়া হয় ।

১৪২৩ সালের নবান্ন উৎসব আমি উপভোগ করেছি খুবই আনন্দের সহিত । এই দিনে আমাদের গ্রামের কৃষকেরা নাচ, গান করে । কৃষকেরা নতুন ধানের চাল দিয়ে ভাত, চালের গুঁড়া থেকে তৈরি নানা রকম পিঠা – যেমন – পুলি পিঠা, পাটি সাপটা পিঠা, দুধপুলি পিঠা, মালপোয়া পিঠা প্রভৃতি দিযে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে উৎসব পালন করে । তাছাড়া তারা গ্রামে মেলারও আয়োজন করেছিল । যেখানে গ্রামবাংলার কৃষকেরা সমবেত ছিল এবং উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরী করেছিল । ঐদিনে আমাদের গ্রামের কৃষকেরা একটি যাত্রাপালার আয়োজনও করেছিল ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৮/ঘ	৪	উদ্দীপকের আলোকে নবান্ন উৎসব ও বর্ষবরণ উৎসবকে চিহ্নিতপূর্বক পাঠ্যবইয়ের আলোকে গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারলে ।
	৩	উদ্দীপকের আলোকে নবান্ন উৎসব ও বর্ষবরণ উৎসব চিহ্নিত করলে এবং নবান্ন উৎসব/বর্ষবরণ উৎসব যেকোন একটি বর্ণনা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নবান্ন উৎসব/ বর্ষবরণ উৎসবের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	নবান্ন উৎসব ও বর্ষবরণ উৎসবের নাম লিখলে ।
	০	নবান্ন উৎসব ও বর্ষবরণ উৎসবের নাম **না** লিখতে পারলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৮নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

নবান্ন উৎসব ও বর্ষবরণ উৎসব আমাদের লোকাচার সংস্কৃতি । নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন ভাত । বারো মাসে তেরো পার্বনের একটি পার্বন নবান্ন । হেমন্তকালের অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি ভাত, নানারকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে নবান্ন উৎসব উদযাপন করা হয় । এটি একটি মাঙ্গলিক উৎসব । নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক উৎসব । যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে । সুতরাং অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নবান্ন উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম ।

অপরদিকে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ । এটি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব । এ দিনে ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলে মিলে বৈশাখের অনুষ্ঠানে অংশ নেয় । এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গান-বাজনা ও মেলার আয়োজন করা হয় । কোথাও কোথাও বৈশাখী মেলা বসে । এসব মেলা ছোটদের জন্য ভারি মজার । মেলায় নানা রকম খেলাধুলা, নাগরদোলা পুতুল নাচ ইত্যাদির আয়োজন করা হয় এবং নানা রকম খেলনা ও মজাদার খাবার পাওয়া যায় । বাংলা সনের প্রথম দিন নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে এ উৎসব পালন করা হয় । এটি ধর্মীয় অনুভূতির সার্বজনীনতা পেয়েছে । বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ । সুতরাং অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বর্ষবরণের গুরুত্ব অপরিসীম ।

৯নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯/ক	১	'হল' শব্দের অর্থ লিখতে পারলে ।
	০	'হল' শব্দের অর্থ লিখতে **না** পারলে/অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৯নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

হল শব্দের অর্থ লাঙ্গল ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯/খ	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ধাপের/ যমের ধারনা ব্যাখ্যা করতে ।
	১	অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ধাপ যম লিখলে
	০	যম না লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৯নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মহর্ষি পতঞ্জলি মানুষের আত্মনুসন্ধানে যোগের আটটি ধাপ নির্দেশ করেছেন । তিনি বলেছেন যম, নিয়ম, আসন, প্রানায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ । এগুলোকে একত্রে অষ্টাঙ্গযোগ বলা হয় ।

অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ধাপ হচ্ছে যম । যম অর্থ সংযম, ইন্দ্রিয় এবং মনকে হিংসা অশুভভাব ইত্যাদি হতে সরিয়ে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকার যম ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯/গ	৩	উদ্দীপকের আসনটি বৃক্ষাসন হিসাবে চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্ত আসনটির অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বৃক্ষাসনের ধারনা বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	বৃক্ষাসন লিখলে ।
	০	বৃক্ষাসন **না** লিখলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৯নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের ন্যায় হয় তাকে বৃক্ষাসন বলে ।

উদ্দীপকে শিবু বাবু বৃক্ষাসন অনুশীলন করবেন । নিম্নে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হল ঃ

বৃক্ষাসনে দুইপা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে । এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙ্গে গোড়ালি বাঁ ঊরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা ঊরুর সঙ্গে লেগে থাকবে, পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো । এখন কেবল বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে । এবার নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে, তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার উপর দিতে হবে । শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এইভাবে নিশ্চল হয়ে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে । পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মত দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে । এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে । অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁ পা হাঁটুতে ভেঙ্গে গোড়ালি ডান ঊরুমূলে রাখতে হবে । এবার ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে নিশ্চল হয়ে ১০ সেকেন্ড থাকতে হবে । আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে । শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে । এই হলো একবার, এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে । ১০ সেকেন্ড অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে । বাঁ পায়ে যতক্ষণ করা হবে ডান পায়েও ততক্ষন করতে হবে এবং ততক্ষণই শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে । এভাবে শিবুবাবু আসনটি অনুশীলন করে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
৯/ঘ	৪	শিবু বাবুর শরীর ও মনে বৃক্ষাসনে অনুশীলনের প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করলে ।
	৩	উদ্দীপকের আসনটি শিবু বাবু বৃক্ষাসন হিসাবে চিহ্নিত করে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বৃক্ষাসনের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	বৃক্ষাসন লিখলে ।
	০	বৃক্ষাসন **না** লিখলে / অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

৯নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের ন্যায় হয় তাকে বৃক্ষাসন বলে ।

উদ্দীপকে শিবু বাবু বৃক্ষাসন অনুশীলন করেন । আসনটি অনুশীলনের সময় তিনি দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়ান, পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লাগিয়ে রাখেন । এভাবে তিনি বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণ করে আসনটি অনুশীলন করেন ।

বৃক্ষাসন অনুশীলনে শিবু বাবুর শরীর ও মনে বিবিধ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে । নিম্নে তা বিশ্লেষণ করা হল ।

১ । শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা বাড়ে ।

২ । পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতি স্থাপকতা বৃদ্ধি পায় ।

৩ । পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে ।

৪ । ঊরু সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে ।

৫ । কোমরের ও মেরুদন্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

৬ । হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয় ।

৭ । হাঁটু, কনুই, বগল সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় ।

৮ । পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং পায়ে কোনদিন বাত হতে পারে না ।

৯ । যাঁদের হাত-পা কাঁপে, পা দুর্বল তাঁদের খুব উপকার হয় ।

১০ । রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার দরুন বা অন্য কোনো কারণে ধমনীতে যে শক্ত হলদে চর্বি জাতীয় পদার্থ জমে যাকে অ্যাথেরোমা বলে, তা রোধ হয় । ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না ।

অতএব উক্ত আসন অনুশীলনের ফলে শিবু বাবুর শরীরে ও মনে বিবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/ক	১	ধর্মের সাধারণ লক্ষণ ১০টি তা লিখতে পারলে ।
	০	ধর্মের সাধারণ লক্ষণ কয়টি লিখতে না পারলে/অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

১০নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ধর্মের সাধারণ লক্ষণ দশটি ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/খ	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপর ঃ ব্যাখ্যা লিখতে পারলে ।
	১	জীব ঃ ব্রহ্মৈব নাপর ঃ এর অর্থ জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিচু নয় লিখতে পারলে ।
	০	জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপর ঃ এর অর্থ না লিখতে পারলে/অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

১০নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

জীব ঃ ব্রহ্মৈব নাপর ঃ জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয় । ব্রহ্ম তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই অবস্থান করেন । অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন । তাই সকল জীবই ব্রহ্মার বহিঃপ্রকাশ । বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুহু, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপীও সর্বশক্তিমান । তিনি যখন জীবের সর্ব্যে আত্মরূপে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবত্মা বলে । তাই জীবপ্রেম বা জীবসেবাকে পরম কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয় ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/গ	৩	মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ধারনা ব্যাখ্যাপূর্বক মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপগুলো লিখতে পারলে ।
	২	পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মাদকাসক্তির ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মাদকাসক্তি কী লিখতে পারলে ।
	০	মাদকাসক্তি কী লিখতে **না** পারলে/অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

১০নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক এবং অধর্মের পথ । কারণ মাদকাসক্তি মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমূঢ় করে দেয় ।

আমার কোন মাদকাসক্ত বন্ধুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি । আমার মাদকাসক্ত বন্ধুকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে জানাবো । তাছাড়া মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ এ কথা তাকে বোঝাবো । তাকে একজন সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে ধর্মীয় উপদেশ শোনাব । মাদকাসক্তি শরীর, মন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বহুবিধ অনিষ্ট করে সে কথা তাকে বোঝাবো । আমার মাদকাসক্ত বন্ধুকে সময় দিব সে যেন নিঃসঙ্গ অনুভব না করে । তাকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাব । তার সাথে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা করবো । পরিশেষে ভালবাসা দিয়েই তাকে মাদকাসক্তির পথ থেকে ফেরাবো ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১০/ঘ	৪	পাঠ্য পুস্তকের আলোকে পারিবারিক সামাজিক ও নৈতিক জীবনে মাদকাসক্তির প্রভাব পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	পাঠ্য পুস্তকের আলোকে পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে মাদকাসক্তির প্রভাব আংশিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	২	মাদকাসক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	মাদকাসক্তি কী লিখতে পারলে ।
	০	মাদকাসক্তি কী লিখতে **না** পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

১০নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ । কারণ মাদকাসক্তি মাদক গ্রহণকারীর স্বাভাবিক চেতনাকে বিমুঢ় করে দেয় । তিনি আর প্রকৃতিস্থ থাকেন না । মাদকাসক্ত মাদকদ্রব্য না পেলে অস্থির হয়ে ওঠেন । তার আচরন কখনও কখনও হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক ।

পরিবারই সমাজের প্রথম স্তর । মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায় । পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে । সমাজে অসামাজিক কার্যবলি বৃদ্ধি পায় । সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পায় । অস্থির সমাজ জীবনে অশান্তি বিরাজ করে । তাছাড়া মাদকাসক্তি, হিন্দুধর্ম অনুসারে, ঘোরতর পাপ সমূহের অন্যতম । শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করে সে পরবর্তী জীবনে শুকর হয়ে জন্ম গ্রহণ করে । সুতরাং মাদক গ্রহণ অনৈতিকও বটে । উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মাদকাসক্তি পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে প্রভূত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

সুতরাং আমাদের সকলকে ঐ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে---

"ধূমপান মাদকগ্রহণ অধর্মের পথ
চালাব না সে পাপপথে আমার জীবন রথ ।"

১১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/ক	১	শ্রী বিজয়কৃষ্ণের জন্ম সাল সঠিক লিখলে ।
	০	শ্রী বিজয়কৃষ্ণের জন্ম সাল সঠিক **না** লিখলে/ অপ্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে ।

১১নং প্রশ্নের (ক) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বাংলা ১২৪৮ সালের (১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দ) জন্ম গ্রহণ করেন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/খ	২	পাঠ্য পুস্তকের আলোকে পৈতা বর্জনের কারণ বর্ণনা করতে পারলে ।
	১	শ্রী বিজয়কৃষ্ণের মতে, পৈতা জাতি ভেদের চিহ্ন লিখতে পারলে ।
	০	শ্রী বিজয়কৃষ্ণের মতে, পৈতা জাতি ভেদের চিহ্ন **না** লিখতে পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে ।

১১নং প্রশ্নের (খ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

'পৈতা জাতিভেদের চিহ্ন । তাই শ্রী বিজয়কৃষ্ণ পৈতা বর্জন করা উচিত বলে মনে করেন । হিন্দু ধর্মে চারটি বর্ণের লোক লক্ষনীয় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্রুদ্র ।

শুধু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় পৈতা ধারণ করেন । ব্রাহ্মনরা সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের লোক মনে করেন । সুতরাং শ্রী বিজয়কৃষ্ণ মনে করেন যে, পৈতা জাতি ভেদ সৃষ্টি করে । তাই জাতিভেদ নিমূর্লের জন্য তিনি পৈতা বর্জনের পক্ষে মত দেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিতসঞ্চারিনী' সভার সকল সদস্যরা পৈতা বর্জন করেন ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/গ	৩	ঈশ্বরের লীলা দর্শনে শ্রী বিজয়কৃষ্ণ যে অহিংস হৃদয়ের কথা বলেছেন তার শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে কী প্রভাব ফেলবে তা পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করলে ।
	২	ঈশ্বরের লীলা দর্শনে অহিংস হৃদয়ের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারলে ।
	১	অহিংস হৃদয় কী তা লিখতে
	০	অহিংস হৃদয় কী তা **না** লিখতে পারলে/ অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখলে

১১নং প্রশ্নের (গ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ বলেছেন যে, অন্তরে হিংসা থাকলে ঈশ্বরের লীলা দর্শন হয় না । যদি কিছু সময়ের জন্যও হৃদয় হিংসাশূন্য হয়, তখন লীলা দর্শন হতে পারে ।

ঈশ্বর এই পৃথিবীতে যা কিছু করেন সবই তার লীলা । ঈশ্বরের এই লীলা দর্শনের জন্য আমাদের সকলকে হিংসাশূন্য হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে । নচেৎ আমরা ঈশ্বরের লীলা অবলোকন করতে পারব না । কারণ ঈশ্বর তাদের দেখা দেন না যাদের হৃদয়ে হিংসা আছে । হিংসা পতনের মূল । যে ব্যক্তির হৃদয়ে হিংসা আছে জগতে কেউ তাকে ভালবাসেন না । সকলেই তাকে ঘৃণা করে । এমনকি ঈশ্বরও তাকে অপছন্দ করেন । তাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাবার জন্য আমাদের সকলকে হিংসা শূন্য হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে ।

প্রশ্ন নম্বর	নম্বর	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা
১১/ঘ	৪	ব্রাহ্ম সমাজ মতবাদের সাথে বহু দেব-দেবী ও এক ঈশ্বরের সম্পর্কিত মতবাদের সমন্বয় পূর্বক বিশ্লেষণ করতে পারলে ।
	৩	উদ্দীপকের আলোকে ব্রাহ্ম সমাজ মতবাদের সাথে বহু দেব-দেবী ও এক ঈশ্বরের সম্পর্কিত মতাবাদের সমন্বয় ঘটাতে পারলে ।
	২	পাঠ্য পুস্তকের আলোকে ব্রাহ্ম সমাজের ধারনা ব্যাখ্যা দিতে পারলে
	১	ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখলে
	০	ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে **না** লিখতে পারলে/ অপ্রাসংগিক কিছু লিখলে ।

১১নং প্রশ্নের (ঘ) অংশের সম্ভাব্য নমুনা উত্তরঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদী সংস্কারক মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অন্যতম । রাজা রামমোহন রায় লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে । সব উপাস্য যে একই ব্রহ্মর বিভিন্ন প্রকাশ, হিন্দু সম্প্রদায় তা ভুলতে বসেছে । তখন তিনি এক ব্রহ্মার উপাসনার তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন এবং তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্টা করেন । সুতরাং মতবাদটির সাথে বহু দেব-দেবীও এক ঈশ্বর সম্পর্কিত মতবাদের যে সমন্বয় হয়েছিল সে কথা র্নিবিধায় বলা যায় । কারণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মা সীমাহীন গুন ও ক্ষমতার অধিকারী । তিনি যখন নিজের কোন গুন বা ক্ষমতাকে কোনা বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলা হয় । দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন ।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় । দেবতারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তির প্রকাশ মাত্র ।